42

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... AUG 1 3 1997
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ ঃ আহত ৫০, গ্রেফতার ৪

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের আজ সকাল ১০টার মধ্যে আবাসিক হল ছেড়ে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গতকাল রাত সাড়ে ১০টায় সমাপ্ত সাড়ে তিন ঘন্টা স্থায়ী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় ভার্সিটির উদ্ভূত পরিস্থিতির বিষয় পর্যালোচনার পর এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকাল ১০টার মধ্যে যেসব ছাত্রছাত্রী হল ত্যাগ করবে না তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সকল পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে এ সভায় ১ম বর্ষ সম্মান কোর্সের ভর্তি কার্যক্রম চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গতকাল বিকেলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে চার পুলিশ কনস্টেবল গুলিবিদ্ধ ও ভার্সিটির দুই কর্মচারীসহ আরো ৫০ জন আহত হয়েছে।

বেলা আড়াইটা থেকে দুঘন্টা স্থায়ী এই বন্দুকযুদ্ধে প্রায় দুশ' রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়। পুলিশ শাহ আমানত হলে তল্লাশি চালিয়ে ছাত্রলীগের হল শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক শহীদুল ইসলামসহ ১০ ছাত্রলীগ ক্যাডারকে গুলিসহ গ্রেফতার করেছে রাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৭

চট্টগ্রাম ঃ দুই গ্রুপে লড়াই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সিন্ডিকেটের বৈঠক চলছিল।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা হামিদ উল্লাহ জানান, শাহ আমানত হলে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গতকাল দ্বিতীয় দিনের মতো ছাত্রলীগের কলিম গ্রুপ ও শফিক গ্রুপের ক্যাডারদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়। বেলা আড়াইটার দিকে কলিম গ্রুপের কর্মীরা শফিক গ্রুপের প্রধান শফিকুল ইসলামকে শাহ আমানত হলের গেট থেকে অপহরণ করে শাহজালাল হলের সামনে নিয়ে এসে মারধর করে। শফিককে আহত অবস্থায় ছেড়ে দেয়ার সাথে সাথেই হলের মধ্যে দু গ্রুপই প্রচণ্ড বন্দুকযুদ্ধে লিপ্ত হয়।

সংঘর্ষ চলাকালে শাহ আমানত হলের পূর্ব ব্লক শফিক গ্রুপ এবং পশ্চিম ব্লক কলিম গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে পুলিশ শাহ আমানত হলে প্রবেশ করে বিবদমান দু গ্রুপের সংঘর্ষ থামানোর প্রচেষ্টা চালায়। এ সময় চারজন পুলিশ ও দুজন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী গুলিবিদ্ধ হয়। গুলিবিদ্ধ পুলিশরা হচ্ছেন সুবেদার আবুল কাসেম, কনস্টেবল আবুল কাসেম, কনস্টেবল বশিরউদ্দিন ও কনস্টেবল হাবিবুর রহমান। এদের প্রথম তিনজনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সুবেদার কাসেমের দুটি চোখই নষ্ট হয়ে গেছে।

শফিক গ্রুপের প্রধান শফিকুল ইসলামকে আহত অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাসে করে আগ্রাবাদে তাদের মহানগরের নেতাদের আস্তানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। অন্যান্য আহতের মধ্যে ছয়জনকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে ভর্তি করা হয় এবং বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসাশেষে ছেড়ে দেয়া হয়।

পুলিশ হলে প্রবেশ করেই প্রথমে গোলাগুলি থামায় এবং হলের ভেতর অবস্থানকারী ছাত্রদের বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। পুলিশের এ পিটুনি থেকে সাধারণ ছাত্ররাও রেহাই পায়নি। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ছাত্রলীগের অনেক গজীয়মান ক্যাডার হলের দেয়াল টপকিয়ে শামসুন্নাহার হলের দিকে পালিয়ে যায়। সংঘর্ষের অব্যবহিত পরেই হাটহাজারী থানার ওসি মাহফুজের নেতৃত্বে পুলিশ শাহ আমানত হল ও পার্শ্ববর্তী শাহজালাল হলে তল্লাশি চালায়। পুলিশ কোন অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি ৩০/৪০টি বন্দুকের কার্তুজের খোলস ও রাইফেলের গুলি ছাড়া। ক্যাডাররা পুলিশ দেখেই অস্ত্রসহ পালিয়ে যায়। পুলিশ ধারণা করছে, উভয় গ্রুপ থ্রি নট থ্রি রাইফেল, চাইনিজ রাইফেল